এসএসসির গণিতের প্রশ্নপত্র ফাঁস!

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের এসএসসির গণিত বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ পাওয়া গেছে। রোববার পরীক্ষা শুরুর প্রায় ৪০ মিনিট আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় বলে অনেকে জানিয়েছেন। শুধু ঢাকা নয়; রাজশাহী, কুমিল্লাসহ অন্য বোর্ডের প্রশ্ন ফাঁসেরও গুজব ওঠে। প্রশ্ন পেয়ে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার অনেক শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়ে কেন্দ্র থেকে হাসিমুখে বের হয়েছে। বিপরীত দিকে প্রশ্ন না পাওয়া ভালো শিক্ষার্থীদের অনেককে অশ্রুভেজা চোখে কেন্দ্র থেকে বের হতে দেখা গেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের বিষয়ে কর্মকর্তারা একে অপরকে দুষছেন। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা মনে করছেন, কোনো শিক্ষক এই ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে। তবে শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা বলছেন, শিক্ষকরা এ ঘটনায় জড়িত নাও থাকতে পারেন। এদিকে গণিত পরীক্ষা ঘিরে দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক হারে নকলের অভিযোগও পাওয়া গেছে। নকল করতে না দেয়ায় কয়েকটি স্থানে কেন্দ্র হামলার ঘটনা ঘটেছে। পরীক্ষায় নানা অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ১৪৮ জন শিক্ষার্থী ও ৬ জন শিক্ষককে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তপন কুমার সরকার যুগান্তরকে বলেন, 'পরীক্ষার কিছু আগে একজন সচেতন ব্যক্তির কাছ থেকে ই-মেইলে পাওয়া কথিত প্রশ্নপত্রের সঙ্গে পরীক্ষার মূল প্রশ্নপত্রের

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

এসএসসির গণিতের প্রশ্নপত্র ফাঁস!

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মিল পাওয়া গেছে। অবশ্য রাতেও আমরা অন্য একটি সূত্রে আরেকটি কথিত প্রশ্নপত্র পাই। তবে সেটির সঙ্গে প্রশ্নপত্রের কোনো মিল ছিল না। যে কারণে আমরা পরীক্ষা স্থগিত করিনি। কিন্তু পরীক্ষার অল্প আগে প্রশ্নপত্র পেলে তখন আর করার কিছু থাকে না। এখন আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, এই ফাঁসের উৎস খোঁজা। আমরা অনুসন্ধান চালাচ্ছি। ইতিমধ্যে পুলিশের গোয়েন্দা ইউনিটকে অনুরোধ করা হয়েছে। তারা কয়েকজনকে ধরতে সক্ষম হয়েছেন বলে শুনেছি।' পরীক্ষার আগে এভাবে প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে দেয়ার পেছনে সরকারবিরোধী চক্রান্ত আছে বলে মনে করেন এই দুই কর্মকর্তা। তারা আরও বলেন, শিক্ষকরা এমন ঘটনায় জড়িত নাও থাকতে পারেন। বিষয়টি অনুসন্ধানে বের হবে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক) রুহী রহমান যুগান্তরকে বলেন, 'পরীক্ষা শুরুর কিছু সময় আগে প্রশ্ন বেরিয়ে যাওয়ার কথা আমরাও শুনেছি। দুষ্কৃতকারীরা রাতে একটি সেট প্রশ্ন ছড়িয়েছে। সকালেও আরেকটি সেট বেরিয়েছে বলে শুনেছি। রাতে ছড়ানো সেটে পরীক্ষা হয়নি। তিনি আরও বলেন, প্রশ্নপত্র সকাল ৬টার পরই কেন্দ্রে পাঠানো শুরু হয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে কে বা কারা এ কাজটি করতে পারে। আমরা লেগে আছি। এবার রুট খুঁজে বের করবই। দুষ্কৃতকারীদের কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে।'

নাম প্রকাশ না করে কয়েক পরীক্ষার্থী জানায়, মূলত সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ফাঁসকৃত প্রশ্নপত্র আদান-প্রদান করা হয়ে থাকে। পরীক্ষা শুরুর অনেক আগেই ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জারসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ানো হয় প্রশ্ন। কেউ কেউ রাতেই ফেসবুকে প্রশ্নপত্র পোস্ট করে থাকে। এর আগে ৭ ও ৯ ফেব্রুয়ারিও যথাক্রমে ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষার প্রশ্নও ফাঁসের অভিযোগ ওঠে।

যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান, শনিবার রাতে গণিতের প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ পান। ওই রাতে ছড়ানো একটি প্রশ্নপত্র পাওয়া যায়। রোববার সকালে আরেকটি প্রশ্নপত্র পাওয়া যায়। সকাল ৯টা ২০ মিনিটের দিকে সেটি যুগান্তরের প্রধান কার্যালয়ে ই-মেইলে পৌঁছায়। যুগান্তরের কাছে প্রশ্নপত্র আসার বিষয়টি পরীক্ষা শুরুর আগেই ঢাকা বোর্ডের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অবহিত করা হয়। পরীক্ষা শেষে দেখা যায়, সেটির সঙ্গে পরীক্ষার হলে দেয়া মূল প্রশ্নপত্রের মিল আছে।

রোববার সকালে সরেজমিন পুরান ঢাকার ওয়েস্ট অ্যান্ড হাইস্কুলে গিয়ে দেখা যায়, কিছু ছাত্রী পরীক্ষা শুরুর আগে জটলা বেঁধে কী যেন দেখাদেখি করছে। কাছে যেতে অপরিচিত লোক হওয়ায় কেউ কেউ জেরা করেন এ প্রতিনিধিকে। পরীক্ষার আগে আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুলে অবশ্য গোপনে কিছু পরীক্ষার্থীকে দেখাদেখি করে পড়ালেখা করতে দেখা যায়। পরীক্ষার পর ওয়েস্ট অ্যান্ড হাইস্কুল কেন্দ্রে আবার গিয়ে দেখা যায়, পরীক্ষার আগে কেন্দ্রের সামনে জটলা পাকিয়ে লেখাপড়া করা ছাত্রীরা হাসিমুখে বের হচ্ছে। কিন্তু একই কেন্দ্রে কিছু ছাত্রীকে গোমরা মুখে বের হতে দেখা যায়। তেমন একজন ছাত্রীর বাবা মামুন আহমেদের কাছে প্রশ্নফাঁসের কথা জানতে চাইলে চরম হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি যুগান্তরকে বলেন, 'আমার মেয়ে পরীক্ষার হল থেকে কান্না করতে করতে বেরিয়েছে। এমনিতেই বিষয়টি গণিত, এর ওপর প্রশ্নও কঠিন হয়েছে। ওর পরীক্ষা খুবই খারাপ হয়েছে। কিন্তু এভাবে কেউ প্রশ্ন পেয়ে পরীক্ষা দেবে, আর কেউ পাবে না, তা ফেয়ার নয়। সরকারের এ ব্যাপারে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেয়া উচিত।'

রোববার সকালে যুগান্তরে আসা প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখা যায়, সৃজনশীল অংশে ৭০ নম্বরের প্রশ্নপত্রের সঙ্গে হুবহু মিল আছে। মোট ১১টি প্রশ্ন আছে এতে। এর মধ্যে ৭টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি এবং পরিসংখ্যান অংশের প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঙ্গে হুবহু মিল আছে। শুধু তাই নয়, ৩০ নম্বরের এমসিকিউ অংশের সঙ্গেও পরীক্ষায় আসা সব ক'টি প্রশ্নের পুরোপুরি মিল আছে।

নাম প্রকাশ না করে রাজধানীর একটি স্কুলের একজন ছাত্র প্রশ্নফাঁসের পদ্ধতি সম্পর্কে জানায়, ফাঁসকারীরা ফেসবুকে প্রথমে একটি গ্রুপ খোলে। পরীক্ষার্থীরা প্রথমে সেখানে জয়েন রিকোয়েস্ট পাঠায়। এরপর সেখান থেকে ছাত্রছাত্রীর কাছে মোবাইল ফোন নম্বর চাওয়া হয়। নম্বর দিলে এক হাজার টাকা চাওয়া হয় গ্রুপের সদস্য ফি বাবদ। সেই টাকা পাঠালে প্রশ্নপত্র ফেসবুকে ইনবক্স বা মেসেঞ্জারে পাঠানো হয়। সঙ্গে বলা হয়, প্রশ্ন কমন পড়লে আরেক হাজার টাকা দিতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় পরীক্ষার পর আরও এক হাজার টাকা নেয়া হয়। এই ছাত্রটি আরও জানায়, ফাঁসকারীরা প্রতিটি পরীক্ষার জন্য ফেসবুকে আলাদা গ্রুপ খোলে। পরীক্ষা শেষে গ্রুপটি ডিঅ্যাকটিভ করে দেয়। নতুন গ্রুপে জয়েনের জন্য ফের এক হাজার টাকা ফি এবং পরীক্ষার পর প্রশ্ন মিলে গেলে আরও টাকা দিতে হয়। টাকা না দিলে গ্রুপ থেকে সংশ্লিষ্ট ছাত্র বা ছাত্রীকে আনফ্রেন্ড করে দেয়া হয়।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তপন কুমার সরকার যুগান্তরকে বলেন, সাধারণত সকাল ৮টায় ট্রেজারি থেকে প্রশ্নপত্র বের করা হয়। ট্রেজারিতে বসেই প্রশ্নপত্রের ট্রাঙ্ক খোলা হয়। ট্রাঙ্কের ভেতর একটি খামে পরীক্ষার নির্দেশিকা থাকে। নিয়ম হচ্ছে, ওই নির্দেশিকায় ওইদিন কোন সেটে পরীক্ষা হবে সে বিষয় উল্লেখ থাকে। এরপর ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে নির্দেশিত প্রশ্নপত্র পরীক্ষা নেয়ার জন্য গ্রহণ করা হয়। বাকিটা ট্রেজারিতেই জমা থাকে। তিনি আরও বলেন, যেহেতু রাতে এক সেট প্রশ্ন সরবরাহ করে সকালে আরেকটি সেট সরবরাহ করা হয়েছে এবং ওই সেটেই পরীক্ষা হয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে, সকালে নির্দেশিকা জানার পরই কেউ সঠিক সেট প্রশ্নফাঁসে ভূমিকা রেখেছে। তবে যেহেতু পরীক্ষার বেশি আগে ফাঁস হয়নি, তাই সবাই প্রশ্নপত্র পায়নি। গুটিকয়েক শিক্ষার্থী প্রশ্ন পেতে পারে।

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা বোর্ডের কর্মকর্তারা ট্রেজারি থেকে প্রশ্নপত্র খালাসের পর ফাঁসের সন্দেহ করে থাকলে তা পুরোপুরি সঠিক নয়। এর আগে বাংলা ও ইংরেজি দ্বিতীয়পত্র প্রশ্নপত্র আগের রাতেই ফাঁসের গুজব ছড়ায়। গণিত প্রশ্নও রাতেই পাওয়া গেছে বলে কেউ কেউ যুগান্তরের কাছে দাবি করেছে। তারা আরও দাবি করেছে, বাংলা দ্বিতীয়পত্রের প্রশ্নপত্রের সঙ্গে ফাঁস হওয়া প্রশ্নের হুবহু মিল ছিল। তারা জোর দিয়ে বলেছেন, প্রতিটি দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলনও মিল পাওয়া গিয়েছিল।

রাজশাহী ও কুমিল্লার প্রশ্নপত্র : শুধু ঢাকা বোর্ডেরই নয়, রাজশাহীসহ অন্য বোর্ডের রোববারের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও ফাঁসের গুজব শোনা গেছে। এর মধ্যে সকালে রাজশাহী বোর্ডের 'ক' সেটের একটি প্রশ্নপত্র যুগান্তরের হাতে আসে। পরীক্ষার পর মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে ফাঁস হওয়া প্রশ্নের মিল পাওয়া গেছে। অন্যদিকে কুমিল্লা বোর্ডেরও প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জের আড়াইসিধা কেবি উচ্চ বিদ্যালয়ের কেন্দ্র সচিব আশরাফ উদ্দিনকে প্রশ্নফাঁসের অভিযোগে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এছাড়া অন্য বোর্ডের প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

গণিত পরীক্ষায় সারা দেশে আরও অনিয়ম : গণিত পরীক্ষা ঘিরে দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক হারে নকলের অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরিস্থিতি এমন যে, কোথাও কেন্দ্রের বাইরে উত্তরপত্র নিয়ে লেখার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এমন একটি কেন্দ্র বরিশালের বাকেরগঞ্জের কাকদার একে ইন্সটিটিউট। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশেষ সূত্রে শনিবার রাতেই ওই কেন্দ্রে পরীক্ষা নিয়ে অনিয়মের তথ্য জানতে পারে। সে অনুযায়ী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে পাঠানো হয় কেন্দ্রে। তিনি কেন্দ্রে থাকাকালেই অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে তিনি কেন্দ্র সচিবকে ভর্ৎসনাও করেন। এই কেন্দ্রের কেউ কেউ উত্তরপত্র বাইরে পাচার করে লিখিয়ে আনার জন্য। পরীক্ষা শেষে বেশকিছু সময় একটি উত্তরপত্র পাওয়া যায়নি।

যুগান্তরের ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর : পরীক্ষার আগের রাতেই বিভিন্ন স্থানে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন কেন্দ্রে নকল ও অসদুপায় অবলম্বনের খবর পাওয়া গেছে। নকল করতে না দেয়া ও পরীক্ষায় কড়াকড়ি আরোপ করায় বগুড়া ও বানারীপাড়ায় স্কুলে হামলা চালিয়েছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। রাজশাহীতে পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগের রাতে ফেসবুকের মাধ্যমে প্রশ্ন পরীক্ষার্থীদের হাতে হাতে চলে গেছে বলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে।

শেরপুরে এসএসসি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে সহযোগিতা করায় দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন— মো. নূর ইসলাম, মনছর আলী আকন্দ ও পিয়ন মো. শিপন মিয়া। আফছর আলী আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে কর্তব্যরত সহকারী শিক্ষক নূর ইসলাম নৈর্ব্যক্তিক অংশের প্রশ্ন মুঠোফোনে ধারণ করে উত্তর বলে দিচ্ছিলেন। এছাড়া নকল করতে না দেয়ায় বরিশালের বানারীপাড়ায় কক্ষ পরিদর্শকের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। ইউনিয়ন ইন্সটিটিউশন পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে কক্ষ পরিদর্শক বেলা রানী মণ্ডল ও মো. মোজাহার আলীর ওপর হামলা চালিয়েছে পরীক্ষার্থী ও বহিরাগতরা। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বগুড়ার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে জিলা স্কুলের শিক্ষার্থীরা ভাংচুর চালিয়েছে। ওই কেন্দ্রে কড়াকড়ি আরোপ করায় হামলা চালানো হয়েছে অভিযোগ উঠেছে। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিকে নকল সরবরাহের অভিযোগে জামালপুরের মাদারগঞ্জ বালিজুড়ী রওশন আরা সরকারি বালিকা বিদ্যালয় কেন্দে শিক্ষক সাবজাল হোসেন ও রবিউল ইসলামকে আটক করা হয়েছে। গাজীপুরের শ্রীপুরে পরীক্ষা হলে নকল সরবরাহ করায় শিক্ষক আবদুল্লাহ-আল হাছানকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ভোলার লালমোহনে রোববার আরবি প্রথমপত্র পরীক্ষা চলাকালে লালমোহন ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা কেন্দ্রের সচিব জাফর উল্যাহকে নকলে সহযোগিতার দায়ে বহিষ্কার করা হয়েছে। রাজবাড়ীর পাংশা জর্জ পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে নকলে সহায়তা করার দায়ে ওয়াজেদ আলী প্রামানিক নামে এক যুবককে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। বরিশালের মুলাদীতে নকলে সহায়তা করায় সহকারী প্রধান শিক্ষক আলাউদ্দীনকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তিনি শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্রে বৃত্ত ভরাট করে দিচ্ছিলেন।

চাঁদপুরের মতলবের নারায়ণপুর কেন্দ্রে আধারা উচ্চ বিদ্যালয়ের সাহাবুদ্দিন, সৈকত পাটওয়ারী, জয়ন্ত দাস, পান্না আক্তার, জাহিদ হাসানকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে আব্দুল হক নামে এক শিক্ষককে অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। চার সারির পরীক্ষার্থীকে একই সেট সরবরাহের অভিযোগে তাকে দণ্ড দেয়া হয়। চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে নকলের দায়ে শরিফা খাতুন নামে এক এসএসসি পরিক্ষার্থীকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে এক মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।